সততার প্রশ্নে আপসহীন বাবা

আসাফ ফরাসউদ্দিন

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আমার বাবা। তার প্রতিদিনের কাজে প্রতিফলিত হয় কঠোর পরিশ্রম, সততা, দেশের জন্য ভালোবাসা এবং পরিবারের প্রতি আত্মনিবেদন। এ মূল্যবোধগুলোর জন্য আমি সবসময় তাকে সম্মান করে এসেছি এবং এগুলোকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে উৎসাহিত হয়েছি।

আমি যখন ছোট ছিলাম, ওই সময়ে তার কঠোর পরিশ্রমের কথা আমার মনে আছে। তিনি তখন বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছিলেন। সে সময় তার সারা দিন কাটত লাইব্রেরিতে এবং গভীর রাত পর্যন্ত টেবিলে বসে পড়াশোনা করতেন।

রতনপুর গ্রামের সাধারণ একটি পরিবারে জন্ম নেয়া ব্যক্তিটি দেশের প্রতি ভালোবাসা ও কঠোর পরিশ্রমের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন।

বাবা তার পুরো জীবনে ন্যায়পরায়ণতা ও সততার প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। আমার মনে আছে, আমরা তখন বোস্টনে থাকতাম। একবার আমি স্থানীয় একটি পত্রিকা বাসায় নিয়ে আসি। পত্রিকাটি একটি ক্লাস প্রজেক্টের জন্য বিনামূল্যে দেয়া হয়েছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, তুমি কি নিশ্চিত, শিক্ষক তোমাকে পত্রিকাটি বাসায় নিয়ে আসার অনুমতি দিয়েছেন? তা না হলে এটি তোমাকে ফেরত দিতে হবে।' বোস্টন গ্লোব নামের ওই পত্রিকাটির দাম ছিল মাত্র ৫ সেন্ট, সেখানেও তিনি আপস করেননি।

এটা আমার বাবা ও বাংলাদেশ উভয়ের প্রতি একটি সত্য সাক্ষ্য যে, তার মতো সৎ মানুষ, সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা— সমাজের চূড়ায় অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হতে পারে। যারা বলে, সরকারি কর্মচারীরা সবাই ঘুষ খায়। তারা হয়তো কখনো আমার বাবার মতো সৎ মানুষের সাক্ষাৎ পায়নি।

পরিবারের প্রতি বাবার যে আত্মনিবেদন রয়েছে, তা আমি সবসময় অনুকরণ করার চেষ্টা করি। একদিন, আমাদের মোহাম্মদপুরের সরকারি ফ্ল্যাটে বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম, বাবা, অন্যান্য কর্মকর্তার মতো তুমি কেন ঢাকা ক্লাবে যাও না? বাবার উত্তর ছিল, 'কারণ আমি তুমি, সোমা ও তোমাদের মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই।'

আমাদের পুরো পরিবার বাবাকে নিয়ে গর্ব করে। আমরা গর্ব করি নিজ কাজের পুরস্কারস্বরূপ তিনি যে সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার জন্য। কিন্তু বাবার অসংখ্য অর্জন ও বাংলাদেশের জন্য তিনি যা করছেন, তার চেয়ে পরিবারের প্রতি তার ভালোবাসা ও যত্নের জন্য আমরা বাবাকে নিয়ে বেশি গর্বিত।

লেখক : ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের ছেলে
যুক্তরাষ্ট্রে একটি বহুজাতিক কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট